সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

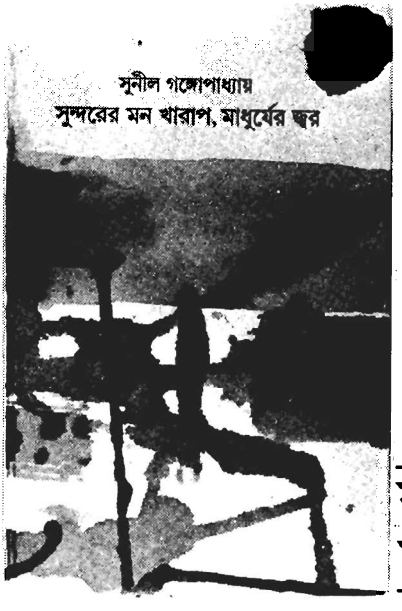

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সূচিপত্র

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ ১৭৫, যৎসামান্য ১৭৯, নির্মাণ খেলা ১৭৯, অরফিউস ১৮০, ভাত ১৮১, অসীমের করতলে ১৮২, সমস্ত শরীরময় ১৮৩, শেষ কথা ১৮৩, দাও! ১৮৫, সবাই বললো ১৮৬, তবু তোর নামে ১৮৭, আর কিছু না ১৮৮, টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে ১৮৮, বীজমন্ত্র ১৮৯, অদৃশ্য কুসুম ১৯০, জ্বলতে থাকে আগুন ১৯০, মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে ১৯১, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ১৯২, নিজের মাথার বালিশ ১৯৩, শব্দ ভাঙে ১৯৪, উদ্যত ছুরি ১৯৫, ডানা-বদল ১৯৬, অপু ১৯৮, সে আর ফিরলো না ১৯৮, সাদা দেওয়াল ১৯৯, মালা ২০০, ছবি ২০০, কে কাকে টানছে ২০১, অধরা ২০২, থেমে থাকা যাত্রী ২০৩, সুন্দরের মন খারাপ ২০৪, সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান ২০৪, আবছায়াময় কেল্লার মাঠে ২০৫, সীমান্ত কাহিনী ২০৬, দরজার আড়ালে ২০৮, রূপকল্প ২০৯, তস্য গলি ২১০, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত '১১, বাল্যস্মৃতির ঠোঁট ২১২, জন্মদাগ ২১৩, কাঁটা ২১৩, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ২১৪

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ

১

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎবাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
যে সমুদ্রে ওঠে না তরঙ্গমালা, নিয়ত জাগ্রত
যে স্বপ্নের ভিতরে সহস্রকান্তি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

২

চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী
খাচ্ছি দাচ্ছি শুচ্ছি বসছি দুয়োর খুলে ঘূর্ণিমাতন দেখছি
ফুলের অভিঘাতেও হঠাৎ ফুলশয্যায় জ্বলে আগুন ফুল্‌কি
কেউ দু'দিকে কান টানছে, মাথার মধ্যে অন্য মাথা ঘুরছে
সবাই খুব জব্দ করে, চতুর্দিকে জব্দ হচ্ছে ছিনতাই
কে কতটা আয়না ঘেঁষা, তা দিয়েই তো বিস্তৃত সাম্রাজ্য
যেমন অকস্মাৎ সকালে এলো অন্য নামের তারবার্তা
হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে, ঠোঁটে তবু এরল ফ্লিনের হাস্য
অলীক অলীক সবই অলীক, দিনের বেলা কে যে কাকে চিনছে
চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী...

৩

আসুন, বসুন, চা খান
না খাবেন তো উচ্ছন্নে যান
কোন দিকে বাথরুমটা ভাই, এই যে ডান দিকে আলোর বোতাম
জিপ ফাস্‌নার আটকে গেছে রোমে, আমি যদি বেদুইন হতাম!
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাও যেন ছায়া আসছে পিছুপিছু।
সব দিকেই তো সব কিছু ফক্কা, তবু তো পাওয়া যাবে কিছুমিছু।
পান থেকে আর চুন খসে না, কিন্তু সিগারেটের ছাই ফেললে কার্পেটে
তুমি অমনি আধ-নম্বরী বেঁটে!
কোথায় এসেছো কিছুই জানো না, কেন এসেছো তা জানো?
ম্যাজিক হাভেলি, চতুর্দিকে গুহামুখ সাজানো

কেউ কারুকে দেখছে না, বসেছে হুল্লোড়ের আসর
এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, এখানে তোমার বিবাহ-বাসর
কোনো রকমে রাস্তায় বেরিয়ে যার দিকে খুশি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে
ভিখিরিকে কুড়ি পয়সা পুলিশকে দাও হাঁকিয়ে
এই সব কিছুরই শোধ তোলার আছে একটা দিব্যস্থান
যে খোঁজ পাবার সে ঠিকই জানে, সে সেখানে একলা মাস্তান।

৪

মাঝরাত্তিরের পরেও অনেকটা ঘুরে গেছে ঘড়ির কাঁটা
তবু কেন জেগে উঠলাম?
বাল্য বিবাহের মতন প্রথম প্রহরেই ঘুম এসেছিল
কেউ তো ঘুমকে শাসন করেনি, তবু কেন এই অভ্যুত্থান
ভূতে পাওয়ার মতন কেউ আমাকে টেবিলের সামনে বসায়
খোলায় কবিতার খাতা
কোন্ ভূত, কোন্ ভূত, আমার কাঁধে সিন্ধুবাদ নাবিক
একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমার হাসি পায়
মদন মিত্তিরের দেওয়া পুরনো ডায়েরিটাকে আমি চুম্বন করি
এতগুলি সাদা পাতা, তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যাও
অগণন ক্রুদ্ধ, সুন্দর, মগ্ন, লাজুক তরুণ-তরুণীরা খেলা করছে সিন্ধুপারে
দূরত্বের আলোছায়া কী মধুর
কলম খোলা, আমি চুপ করে বসে আছি, আঃ কী প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতা
ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কার ও উপমা হয়ে উড়ছে বাতাসে
বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত, আমার নিজস্ব রাত
আমার শৈশব ঘড়ি টিকটিক করে বলছে, জেগে থাকো, জেগে থাকো
যেন আরও কিছু বলে, আমি ভাষা বুঝতে পারি না
আমারই আয়ুর ভাষা এত নৈর্ব্যক্তিক!

৫

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার

দিনের বেলায় তুমি পাথর পথের ধারে, রাত্তিরের রাজা
কিংবা রাত্তিরের রানী, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলুক তো
ঠিক ঠিক চিনি
আমি রাত্তিরের দিকে, রাত্তিরের প্রবল আঙ্গিকে

আমার নিজস্ব কিছু পাগলামিরা ভূমি পায়, চাষবাস করে
শরীরেও আসে যায়, যতটুকু খোলা থাকে নিসর্গ পর্দায়
বৃষ্টি খায় আকাশের ছায়া
রুপালি আলোর মতো বৃষ্টি এসে ফিসফিসিয়ে ডাকে
চাঁদ গলা জল আসে, সাতাশ বছর মনে পড়ে
পাহাড় পেরিয়ে আসা সেই রাত, দ্রিমি দ্রিমি মাদলের ধ্বনি
মনে হয়, এই বুঝি অসীমের গীতিনাট্য, কসমিক হারমোনি
জলপ্রপাতের পাশে একা শুয়ে থাকা
নগরে-ব্যারাকে কিংবা পানশালায়। কদাচিৎ কয়েদখানায়
সব কিছু ভালোবাসা, মায়ার আঙুল ছোঁয়া ভালোবাসাময়
প্রতিটি দিনান্ত, আমি চেয়েছি নারীর কাছে দয়া
মনে আছে, দয়া নয়, দিয়েছিলে অশ্বক্ষুরধ্বনি
তোমার সুষমা তুমি কিছুই জানো না। তুমি সবকিছু জানো
রাত্রিকে বাজাও তুমি, সামান্য ও ভুরুভঙ্গে বয়ে যায় শিউলির গন্ধমাখা
নদী
অনন্তের তরীখানি থেমে যায় এই কিনারায়
এরই মধ্যে যদি ঘুম আসে
এরই মধ্যে হাতের আঙুল যদি ঘুমে ছুঁয়ে দেয়

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার...

৬

'কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে'
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে, সবগুলি গুনগুন সঙ্গীতের স্রষ্টা
পূজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র, সব প্রশ্নের
উত্তর ঘুলিয়ে দেবার সম্রাট?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্যিই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেইসব সুখের মীড় ছবির রঙের মতো গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্-এর আঁকা গান, ঝর্নায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর এক ঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে

এ মূর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র‍্যাকের পাশে ঠেস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতূহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন মনে আসে না
কান্নায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ আমার কান্না এলো কেন, আমারও
কান্না জমে ছিল?
আঃ, বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

৭

উনুন নিবে গেছে, ঘুমিয়ে আছে ওরা, ঘুমো
উদরে থাক খিদে, কপালে দেবো আমি চুমো
সারা গা ধুলো মাখা, শিশুরা শুয়ে আছে চাঁদে
তারার কুচি মাখা জড়িয়ে মড়িয়ে আহ্লাদে
আতুর, বিরহীরা, লক্ষ্মীছাড়া যত যারা
অকূল পাথারের জাহাজে ভাসে দিশেহারা
দুখিনী জননীটি ঘুমিয়ে খুকি হয়ে আছে
এখন বসুমতী রেখেছে তাকে খুব কাছে
ঘুমোও ষড়রিপু, ঘুমোও অবিচার, ক্রোধ
আমার জেগে থাকা দিনের সব কিছু শোধ!

৮

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎ বাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
দেখো কত একা আছি, বাতিস্তম্ভে জাগ্রত প্রহরী
নেই আভরণ, নেই না-পাওয়ার কোনো অভিমান
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

যৎসামান্য

ওগো পরজন্ম, ওগো প্রিয় দিবাস্বপ্ন, পরম মধুর
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে, তাই তুমি এমন সুন্দর?

*

উপমাবাহুল্যে তুমি নষ্ট হলে, কবিদেরও করোনি সংযত
ওগো চাঁদ, আজ তুমি এত চেনা, প্রান্তরের একা
পোড়ো বাড়িটার মতো!

*

এর ঈশ্বর মাটি পাথরের পুতুল এবং ওর ঈশ্বর নিরাকার
ক্ষুধা নেই, নেই তৃষ্ণা তবুও কোন্ জিভ দিয়ে
রক্ত চাটছে মানুষের?

*

গোলাপ, চম্পক, যূথী...মানুষ করেছে কত ফুলের বন্দনা
ফুলেরা জানে না কিছু, একতরফা ভালোবাসা তবুও মন্দ না!

*

জামরুল গাছের নীচে যে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিভেজা ক্ষীণ-চাঁদ নাভি
শাড়িতে অজস্র যুঁই, সে-ই তো রচনা করে কবিতাটি,
আমি কেউ নয়!

*

ওদের যাদের খিদের অসুখ, ওরা তবুও হাসে এবং গান গায়
হৃষ্টপুষ্ট কুম্ভীরেরা দুপুরবেলা শুধুই কাঁদে, পরের দুঃখে
ভেজায় এত কাগজ!

*

লুকিয়ে রেখো না কোনো গোপন সিন্দুকে কিংবা লিখো না
দলিলে
না দিলে থাকে না কিছু, ভালোবাসা ডুবে যায় স্বখাত সলিলে!

নির্মাণ খেলা

'তালগাছের ডগায় শিরশির করছে মেঘলা বাতাস'
না ঠিক হলো না
চোখের সামনে একটা তালগাছ, আমি বারান্দায় বেতের চেয়ারে

বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ
'ডগায়' না 'মাথায়'? 'শিরশির' না 'ঝিরঝির'
'তালগাছের মাথার ঝিরঝির করছে সমুদ্র-বাতাস'
না, ঠিক হলো না
সমুদ্রের বাতাস কখনো ঝিরঝির করে না
'তালগাছের শিখরে শোঁ শোঁ করছে সমুদ্র-বাতাস'
অনেকগুলি স-ধ্বনি, বেশি বাড়াবাড়ি
গদ্যের বদলে ছন্দেও ফেলা যেতে পারে
'তালগাছটার শিখরে দুলছে অমৌসুমী সমুদ্রের হাওয়া'
কলম নেই, খাতা নেই, হাতে কফির কাপ
পায়ের কাছে পড়ে আছে খবরের কাগজ
প্রথম পৃষ্ঠায় রক্তের ছড়াছড়ি
'দেবদারু গাছটাকে ঝাঁকাচ্ছে ঝড়, যেন সে কাঁপছে
কুঠারের ভয়ে'
তালগাছ কী করে হয়ে গেল দেবদারু?
সমুদ্রের হু হু হাওয়া কখন হয়ে উঠলো ঝঞ্ঝা!
আমি চেয়ে আছি প্রান্তরের দিকে, সরে গেছে মেঘ
এক অলীক বিভায় বারবার বদলে যাচ্ছে রূপ
মাথা-ভারী একলা তালগাছ মুহূর্তের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর দেবদারু
কয়েকটা ভুলো-মনা পাখি পাতা ছুঁয়েই উড়ে গেল
ভয়ার্ত ধ্বনি রেখে
সেই ধ্বনির মধ্যে ঝড়ের আভাস
এমনই সূচ-বেঁধা, যেন সমুদ্রের নয়, মরুভূমির
রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে অজস্র নির্মম কুঠার
মিথ্যে নয়
'দেবদারু গাছের তুলিতে এখন আকাশে এক
অসমাপ্ত ছবি'

অরফিউস

সন্ধে নিচু হয়ে এসেছে, একটা ছোট্ট স্টিমবোটে আমি
যাচ্ছি ব্ল্যাক সী অভিমুখে
মুছে যাচ্ছে দু' তীর, এই মাত্র নীলজল মহানাগের ফণার

মতো লাফিয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি চলেছি
মৃত্যুর দেশে।
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
কালো জাদুকর, কেন দেখাচ্ছো ঐ আঙরাখা?
জলের উচ্ছলতার মধ্যে মহাজাগতিক ধ্বনি, আকাশ থেকে জ্বলতে
জ্বলতে নামছে একটি রক্তিম নক্ষত্র
বাতাসে কয়েকটি শতাব্দী খেলা করছে আমার সামনে
কোনো একটি শতাব্দী আমার হাতে তুলে দিল তলোয়ার
আবার অন্য একটি শতাব্দী আমাকে দিল বীণা
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
একটা রুপোর নদীর মতন মিলিয়ে গেল বসফরাস, শেষ সূর্যের
সোনালি শৃঙ্গের মতন হারিয়ে গেল সরু সরু জীবন্ত রেখা
জামার সব কটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, একটু ঝুঁকে আমি
ফেলে দিলাম তলোয়ার, রইলো শুধু
বীণা, তাতে আমি সুর লাগাতে জানি না
যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি একটা নিক্ষিপ্ত তীর, আমাকে যেতেই হবে
কালো জাদুকর, আমাকে কি অন্তত একটি গান শিখিয়ে দেবে
যা আমি রেখে যাবো?
কেউ জানবে না, তবু অদৃশ্য মূর্ছনায় সামান্য একটা চিহ্ন!

ভাত

ভাতের থালায় এত কাঁটাঝোঁপ, দরজায় ঝনঝন আওয়াজ
গরম বাতাসে আসছে গ্রাম্য ধুলো
ছোট ছোট শিশুরাও আজকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শিখে গেছে

খবরের কাগজে টাটকা রক্তের গন্ধ
চতুর্দিকে হুড়োহুড়ি পদশব্দ, দেয়ালে এত আঙুলের ছায়া
আঃ, নিরিবিলিতে বসে যে দুটি ভাত খাবো, তারও উপায় নেই।

অসীমের করতলে

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
এত ঝড়ের ঝাপট, এত ধুলোবালি, শান্ত হও
এত শব্দ, অক্ষরের কোলাহল, পরস্পর বিরোধী বাক্যের
ঘনঘটা, তুলোর বীজের ওড়াউড়ি, শান্ত হও!

ভাতের থালায় পাতলা ছবি, কুমারীর মুখে
ম্লান আভা, দু'একটা রাস্তায় ওড়ে অসুখের রেণু
ফিরে এসো
নদীর স্খলিত যাত্রা, চৈত্রের দুপুরে একাকিনী
দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে দেয়, ভেঙে পড়ে সেতু
ফিরে এসো
গ্রামের শ্মশানে জাগে গ্রাম, ধান ক্ষেতে
রক্তের উৎসব, ফিরে এসো
চোখের আগুনে জ্বলে হঠাৎ আতশ বাজি
আধা মফঃস্বলে, ফিরে এসো
উৎস ভুলে গেছে ট্রেন, পাগলের মতো ছোটাছুটি
করে এক পাহাড় কিনারে, ফিরে এসো
যে-গাছতলায় বসে দরবেশটি গান গাইতো, গাছটিও নেই
রোদ্দুর একদা ছিল হিরণ্ময়, আজ শুধু ঝাঁঝ
ফিরে এসো।

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
মূলাধারে ফিরে এসো, নিজস্ব মেধায় ফিরে এসো
দুটি চোখে ফিরে এসো, হাতের আঙুলে
ফিরে এসো
বিস্মৃতি আকীর্ণ পথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নাও
একটি একটি কাঁটা
অসীমের করতলে সামান্যকে উপহার দাও!

সমস্ত শরীরময়

পাহাড় বিভঙ্গ করে উড়ে যায় মিহি জলকণা
ঘুমন্ত ধাতুর গায়ে অহেতুক মানুষের পা
স্বপ্নের ভিতরে আঁচ, বস্তুত আগুনই স্বপ্ন দেখে
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য
যার জন্য
যার জন্য
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য জেগে আছে
কয়েকটি অসীম
কয়েকটি অসীম
সে এখনো গঞ্জে-গ্রামে-নদী-হ্রদে শরীরে শরীর
মাটির শরীর
কর্পূর শরীর
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময়...

শেষ কথা

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
হাততালি দাও
গাঁদা ফুলের মালা আনো, বাচ্চা লোগ
পুকারো ইনকিলাব
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ভাই কোথায়?
ডুবো-জাহাজে কাজ নিয়েছে
সে রয়েছে
এখন গভীর জলে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
ঘোড়া ছুটিয়ে বৃষ্টি আসছে
এলো!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
আগুন-রঙা মাটির মধ্যে
হাঁ মেলেছে
কয়েক লাখ পিঁপড়ে
পিঁপড়ে-মা ও পিঁপড়ে-বাবা সামলে রাখো
নিখুঁত রানীকুঠি
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ছেলে কোথায়?
গোল করো না
সবাই জানে সে রয়েছে
চিনির কারখানায়
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও,
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
রাত নামেনি, আকাশ তবু কালো।

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে,
ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
ক্যাংলা পানা, রুখু দাড়ি, বাজার খুঁটে খাওয়া
দাঁত মাজে না, চোখে পিচুটি, হ্রস্বি দীর্ঘি দূরের কথা
ক-অক্ষর গোমাংস
কুঁজিয়ে গেছে, চক্ষু বোজা
হাঁটছে দ্যাখো যেন বৃদ্ধ ডাঁশ
কেউ চেনে না, কেউ জানে না ও কে
রাত পেরুলে কাঁদবে না কেউ
লক্ষ্মীছাড়ার শোকে!

এক সত্যবাদী কয়েদি
ঐ যাচ্ছে ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
মাটি ফাটছে, মাটি ফাটছে, মাটির পেটে খিদে
খিদের মধ্যে রংমশাল, চতুর্দিকে
এত বিশাল
জমজমাট মেলা
হাওয়ায় উলটে পড়ছে খুঁটি, সবাই মিলে ধরো, ও ভাই
হাত লাগাও, হাত লাগাও
আরও গভীরে খোঁড়ো

ব্যান্ডমাস্টার, তোমার যমজ কোথায়?
অন্ধ নাকি, দেখতে পাও না
সে রয়েছে বারুদ ভর্তি ঘরে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং
হ্যালো
সময় নেই
সময় এসে গেল!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
নিরেট গাধা, আহাম্মোক, যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা
কাঁক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই, ও কী জানে সত্য কোন রঙের সুতো
কোন সুতোয় কী বোনা
হাড়পাঁজরায় লেপটে আছে যাবজ্জীবন মিথ্যে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, কাড়া-নাকাড়া
দামামা-দুন্দুভি
আওয়াজ তোলো পাহাড় চূড়ায়, গলা ফাটাও
গলা ফাটাও আরো
দেরি কিসের, দেরি কিসের, দ্যাখো হঠাৎ উঠবে ঝড়,
দ্যাখো ঈশান কোণে
আসুক ঝড়, আসুক ঝড়, বৃষ্টি হোক, ও লোকটার
শেষ কথাটা কেউ যেন না শোনে!

দাও!

ইচ্ছেটাকে মোমের আলোর মতো
ঝড় বাদলে দশ আঙুলে আড়াল
তোমার কাছে সতত সংযত
ভেতরে ফোঁসে অতি নগ্ন চাঁড়াল!

ঘোর দুপুর, বিকেলে নানা ছলে
সামনে যাই, তবুও দেখা হয় না

কত মানুষ কত না কথা বলে
ওরা গলায় পুষেছে বুঝি ময়না?

দূরত্বের এমন সাজগোজ
শরীর নয় অমরতার সঙ্গী?
কাব্য-গানে ভালোবাসার খোঁজ
অশেষ নয়, শুধুই তার ভঙ্গি!

অহংকারে খুঁটেছি নানা ক্ষত
আগুন মুড়ে হয়েছি দেখ শিষ্ট
যেমন মাথা নোয়ায় পর্বতও...

গরল দাও, দিও না উচ্ছিষ্ট।

সবাই বললো

সবাই বললো, সামনে একটা নিরেট অন্ধ গলি
দাঁড়াও!
ছেঁড়া হীরের মালার মতন ছড়ানো এক ভোর
কে ওখানে কে সেখানে অলীক কথাবার্তা
দাঁড়াও! দাঁড়াও!
ডাইনে যাও, বাঁয়ে ফেরো, দেয়াল দেখে ফেরো
কুড়িয়ে নাও, যা খুশি পাও, টুকরোটাকরা ঠিকানা
দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও!

হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর এক পায়ে থমকানো
একটি বোবা মূর্তি বললো চোখের সামনে সবাই
ঘুরছে
পোকায় খাওয়া কাগজপত্র, সাত পাগলের খেয়াল
ইতিহাসের নামে বিকোয়, পাঁজরা খোলা দেহ
ঘুরছে শুধু ঘুরছে
বাচ্চা ছেলের আঁকা একটা ছবির মতন রঙিন
বাস্তবতা, তালপাখার হাওয়ায় কাঁপা জীবন
ঘুরছে, শুধু ঘুরছে

দেয়াল তো নয়, অট্টহাস্য, গলিও নয় অন্ধ
গলির গলি তস্য গলি, সমুদ্রে সব যাবেই
দাঁড়াও! দাঁড়াও! দাঁড়াও!
চর্কি হয়ে ঘুরবে তুমি, তবু বলবে, দাঁড়াও
পা শূন্যে দু'হাত বাঁধা, তবু বলবে দাঁড়াও
ভাঙ্গা গলায় কান্না তুলে সবাই বলবে, দাঁড়াও!

তবু তোর নামে

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা!
ওরে ও ডাহুকী
ভিজে সন্ধ্যায় কেন ডাকাডাকি
সুবাতাস মুছে আকাশ ঢেকেছে কালবৈশাখী
ওরে ও অমূল
তরুর তলায় ভ্রষ্ট বকুল
কে গাঁথবে মালা আঙুল বিবশ, প্রাণ সঙ্কুল
আগুন লেগেছে
নদীর কিনারে ঘন কাশবনে
রূপের বিভায় সংহার এসে হানা দেয় মনে!

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা
জলতরঙ্গে
ভয় সঙ্গীত, বন্যার শোক
শ্রবণ বধির আবছায়াময় রঙিন দ্যুলোক
মরু সংসারে
রং ও রেখায় কুটিল দ্বন্দ্ব
তবু তোর নামে আমরা এখনো মেলাই ছন্দ!

আর কিছু না

চোখের সামনে এত আঠা, গেল কোথায় একটা ফর্সা পা
ঈর্ষা জ্বলে বুকের মধ্যে, চোখ ঢেকে যায়, পা দেখি না
একটা ফর্সা পা
সেই বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল, তার ওপরে একটিবার চুমু
আর কিছু না। আর কিছু না। অমরত্ব খাটের নীচে লুকোয়!
কখনো দোলে, বিশ্ব দোলে, ঠোঁটের সামনে সমুদ্রের ঢেউ
মাথার চুলে নরম হাত গভীরে টানে, আরও গভীর, গভীর
অন্ধকারে আয়না যেন, বিশ্বরূপ, তার ভেতরে এমন ঝড় বাদল
আমাকে তবু যেতেই হবে, যেতেই হবে, গুহার মধ্যে একলা অভিযানে
নশ্বরতার এমন রূপ, হীরক দ্যুতি, চোখ ধাঁধানো রূপ
ফুল ফোটার মতো ক্ষণিক, শরীরময়, জীবনময় এমন ভালোবাসা
আর কিছু না, আর কিছু না, আমার এই আত্মাটুকু নাও!

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে
এই দুপুর, এই সন্ধে, কেউ এলো বৃষ্টি ভিজে শপশপিয়ে
কেউ রোদ্দুর থেকে নিয়ে এলো ভেজা ভুরু, কেউ নিয়ে এলো
শীতকালের উষ্ণতা
প্রচণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক নিমেষের কঠিন শূন্যতা
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে

সিঁড়ির মুখেই বাধা, ইসমাইলের কাছে ধার
ওপর থেকে একজন সাঁতারের সঙ্গীর মতন বললো, এত দেরি?
একটুকরো হাসি উপহার দিল অপরের প্রেমিকা
একটা ধোঁয়ার সুড়ঙ্গ আমাদের টানছে, তার ওধারেই যৌবনের গন্ধমাখা
বিকেল
মাথায় টগবগ করছে সদ্য-পড়া বই, আমরা
পকেটে হাত দিয়ে খুচরো গুনছি

কেউ চামচে দিয়ে তুলে খাচ্ছে বিনা পয়সার চিনি
দুনিয়ার কত বাচ্চা এখনো দুধ খেতে পায় না, তাই তিন কাপ ইনফিউশান,
দুটো ফল্‌স
সমাজ বদলের দুরন্ত স্বপ্ন সব কিছুতেই স্বাদ এনে দেয়
একলা দূরে বসে যে মাট্‌ন ওমলেটের অর্ডার দেয়,
সে জাহান্নামে যাবে
নতুন কাব্যগ্রন্থের আঠার ঘ্রাণ, হসন্তের মাত্রা নিয়ে তুমুল বিতর্ক
আঙুলে জলের রেখায় আঁকা হচ্ছে ছবি, যা কোনদিন মুছবে না
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে...।

বীজমন্ত্র

খাবি তো খা, খা! আর না খাবি তো
মরণ ঘুম ঘুমো! তোর মাথায়
চুমো দিয়ে এক্ষুনি চাঁদ নামবে নরকে, ওঃ সেখানে
রোজ রোজ কত যে মিথ্যে ভোজ সভা হয়,
তুই কিচ্ছু জানলি না রে বোকা!

লোক না পোক, লোক না পোক, বিশ্ব-সংসারে
তুই একা! যা পাবি খুঁটে খাবি
দেখার কিছু নেই, পেছনে ফিরলেই সব আড়াল
তুই জন্ম-চাঁড়াল, তোর লজ্জা কী, তোর
বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র...

অদৃশ্য কুসুম

তুমিও তোমার বন্ধু, বন্ধুদের তুমি
তোমাকে পেয়েছে এই মৃদু রাত্রি
তোমাকে পেয়েছে বনভূমি
নদীর নির্জনে পাওয়া অন্য তুমি, যেমন সকালে
যেমন আড়ালে
যেরকম স্মৃতি কুয়াশার সূক্ষ্মজালে
প্রত্যেক আলাদা তুমি, আনন্দের ঝর্না তুমি,
বিদ্যুতের লতা
তুমি গভীরতা
তুমিই তো পাথরের ঘুম
আমাদের নীরবতা তোমাকে উৎসর্গ করা অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...

জ্বলতে থাকে আগুন

শুকনো নদীতে ছিল দুঃখ
ভরা বর্ষায় স্রোতের তোলপাড় দেখে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
সদ্যস্নাত জারুল গাছটি দেখলে ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
এই মাত্র একটা শালিক ঠোঁটের ঝাপটানিতে
এক টুকরো খড় ফেলে গেল ভালোবাসার মতন
কিছু একটা টানে, সব সময় টানে
ভেতরে-বাইরে শোনা যায় আসছি আসছি শব্দ
একটা বোতাম ছিঁড়ে গড়িয়ে যায় অন্ধকারের দিকে
চশমাটা পড়ে আছে বারান্দায়, সে যেন কাকে দেখছে

একটা ছায়া-ছায়া নির্জন রাস্তা দেখলে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
দূর একটি টিলার ওপরে লুপ্ত মন্দিরের মতন মিশে আছে

ভালোবাসা
মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুঁজে আসে চোখ
জ্বলতে থাকে আগুন!

মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে

হামবুর্গ শহরের অদূরে অটোবানে সংঘর্ষ হল দুটি গাড়ির
একটি গাড়ি থেকে ছিটকে, লণ্ডভণ্ড হয়ে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল
উড়িষ্যার একটি নারী
গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে রক্ত, প্রতিমার মতন ভুরু-আঁকা, স্বর্ণময় মুখখানি
ডুবে গেছে ঘাসে
আকাশ তখন বর্ষণ করছে অন্ধকার, মাটিতে তৈলাক্ত আগুন
নিস্পন্দ শরীরে শুধু ছটফট করছে দুটি পা
উড়িষ্যার রমণীটির বিলীয়মান চেতনার রেশ রয়ে গেছে দুটি পায়ে

ময়ূরভঞ্জের এক বাগানে খেলা করত এক কিশোরী
পুকুর থেকে উঠে এসে জল ছাপ দিতে দিতে সে চলে যেত বাথরুমে
ঐ পায়ে
কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতন তার পায়েও সহজাত ঘুঙুর
ভোরে ফুল তুলতে এসে তরুণ সূর্যকে সে দেখাত তার অঙ্গ বিভঙ্গ
তার আঙুলে লীলাকমল, স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে লোধ্র-লাস্য
একদিন সে কোনারকের সুরসুন্দরী হয়ে উঠে এল মঞ্চে
তারপর মঞ্চ তার পৃথিবী
তার পায়ের ছন্দে রচিত হল মন্ত্র
তার কোমরের খাঁজে সাপের মতন জড়িয়ে রইল সুর
তার দুই স্তনের মাঝখানে দোলে ত্রিতাল

উড়িষ্যার সেই মেয়েটি জার্মানির অট্টহাসময় জীবন থেকে
একটি জ্বলন্ত উল্কার মতন ছিটকে পড়ল রাস্তায়
এখনো একটু একটু কাঁপছে তার দুটি পা
সদ্যোজাত বাছুরের থুতনির মতন তার গোড়ালি
কোজাগরী রাতের লক্ষ্মীর মতন তার পদতল
অসংখ্য চুম্বনযোগ্য পদপল্লব যেন রাঙা ভাঙা চাঁদ জড়ানো

সূর্যাস্তের প্রথম ঝলকের মতন তার চোখের রং
তার দুটি পা, তার দুটি পা
মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে এসে...

ওঠো, কন্যা, ওঠো!

প্রতিদ্বন্দ্বীরা

আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি কখনো, কিন্তু কোনো একসময়
নিশ্চয় আমার হাতে একটা তলোয়ার ছিল
মাঝে-মাঝে আমার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, বাঁ হাতটা পেছনে নিয়ে
আমি একটু ঝুঁকে দাঁড়াই
তখন কারুকেই আমার ঠিক যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে হয় না।

পুরনো তলোয়ারখানা ঝুলে আছে ভাঙা বাড়িটায়
সিঁড়ির পাশের দেয়ালে
টিকটিকি পেচ্ছাপ করে দেয় তার ওপর
খাপখানা মর্চে পড়ে ঝুরঝুরে
নিলামওয়ালা প্রায়ই এসে ঘুরে যায়, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন আর
রেলিঙের কাস্ট আয়রনের কল্‌কাগুলো দেখে
আমি নিজের ডান হাতখানার দিকে তাকাই
চামড়ার নিষ্কলুষ, আঙুলের গাঁটে গাঁটে ঠিকঠাক জোর আছে
এখনো তুলে ধরতে পারি না এই অসিখানা?
কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোথায় গেল? তারা কি লুকোলো
মিছিলে কিংবা ফাটকাবাজারে
হঠাৎ অন্তরীক্ষে শুনতে পাই একটা ওঁ শব্দ, কিসের যেন প্রতিধ্বনি
বনজঙ্গল ও মরুভূমি আমাকে এক পলকের জন্য দেখায় বিশ্বরূপ
তখনই টের পাই আমি অনেক আগেই হেরে ভূত হয়ে আছি স্বেচ্ছায়
বাতাসের ঝাপটা লাগে মুখে, আঃ, হেরে যাওয়ার মধ্যেও
এত আনন্দ...

নিজের মাথার বালিশ

তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
দ্যাখো, অন্ধকারের জাদুকর কাচপোকার টিপ দিয়ে
মোহর বানাচ্ছে
পায়রাগুলো ইঁদুর হয়ে ঢুকে যাচ্ছে গর্তে
দ্যাখো, রক্তের নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা হাঁস, তার গায়ে
একটা ছিটেও লাগেনি

দ্যাখো, কালকের শেয়াল হঠাৎ আজ কী করে হয়ে গেল বেড়াল
ওদের কোনও দেশ নেই
নারীর গর্ভে যখন ভ্রূণ হয়ে ফুটেছিলে, তখন তোমারও কোনও
দেশ ছিল না

সার সার অন্ধ ফৌজ কুচকাওয়াজ করছে পাহাড় সীমান্তে
ওদের অস্ত্রগুলো কোনও দেশ চেনে না
মৃত্যুও কোনও দেশকে চেনে না
তুমি চোখ মেলেছিলে প্রকৃতির মধ্যে, প্রথম দেখেছিলে আকাশ
তুমি জীবনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, বাজে কাগজের ঝুড়িতে
ফেলে দিও না তোমার প্রাণ!

কত রকম রঙ গুলে লেখা হয়েছে দেশাত্মবোধক গান
সেই সব গানের উন্মাদনায় চাঙ্গা হয়েছে ছুরি-বন্দুকের কারখানা
হাওয়ায় উড়ছে মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের হাসির ফুলকি
যারা লালকেল্লার মাচায় দাঁড়ায়, যারা মনুমেন্টের নীচে
দেশের নামে গরম গরম থুতু ছেটায়
যারা ভবিষ্যতের চোখ ধাঁধানো স্বপ্ন দেখিয়ে তোমার প্রাণ বলি চায়
দ্যাখো, তারা কত যত্নে মুড়ে রাখে নিজেদের জীবন
তাদের সন্তান-সন্ততিরা থাকে দুধে ভাতে, তোমার বংশধরেরা
হা-ঘরে হয় হোক

তুমি রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমারই মতন একজনকে
মারলে কিংবা নিজে মরলে
ওখানে কোনও দেশ নেই
তুমি এক মিছিলে থেকে আর একটা মিছিল ভাঙতে গিয়ে
ছিন্নভিন্ন শরীরে লুটিয়ে পড়লে মাটিতে

ওখানে কোনও দেশ নেই
যারা হাততালি দিয়ে তোমাকে বলছে, যাও, যাও, আগুনে ঝাঁপ দাও
তারা একটু পরেই চলে যাবে ফুলের বাগানে
তুমি প্রাণ দিও না, নিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
মৈত্রেয়ীর প্রগল্‌ভতার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কী বলেছিলেন মনে নেই?
সামান্য একটা দেশের জন্য তুমি পৃথিবীকে ছাড়বে কেন
নিজের বিছানার প্রিয় মাথার বালিশটার কথা মনে পড়ে না?

শব্দ ভাঙে

এমন বাড়ি, দেওয়াল ভরা গর্ত
সবাই আছে জেগে
এখানে কাঁপে ইহকালের মর্ত্য
প্রবল ঘূর্ণিবেগে।

সুন্দরের বিসদৃশ আয়না
ঘুরছে হাতে হাতে,
অলিন্দের আড়ালে কেউ যায় না
স্তব্ধ মধ্যরাতে।

ধুলোয় ফুল, আকাশমুখী শিকড়
বাগান এত দীন
জীবন থেকে ভালোবাসার শিখর
জনসভায় লীন।

কথার ঝড়ে কে যে কাকে থামায়
কে কোন নামে ডাকে
শব্দ ভাঙে, শব্দের ঘুম আমায়
টানছে কুম্ভীপাকে।

উদ্যত ছুরি

অনেকখানি খোলা আকাশের নীচে, মেঘলা, একলা
তুমি
শেষ কবে বসেছিলে?
তেমন দিন মনে পড়ে না?
ওগো অমৃতের পুত্র,
তোমার সারা গায়ে ডিজেলের ধোঁয়া
আর কারখানার কালি!
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করেছো কোনোদিন?
করো নি?
নামো নি নদীর জলে?
ওগো আদমের আত্মজ,
তোমার শরীরে এখন ক্লোরিনের গন্ধ
তোমার পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে
খসে পড়ে
ব্লিচিং পাউডার!

নিজের হাতে
একটা গাছ কখনো
পুঁতেছো মাটিতে?
ছিঃ, সারাজীবন ধরে এত ফলমূল খেয়ে এলে
তার ঋণ শোধ করলে না?
বাতাসের কাছেও তুমি ঋণী
তুমি বাতাসকে হত্যা করতে চেয়েছো
সবুজ আলোর মতন অরণ্যগুলি তুমি সৃষ্টি করোনি
ধ্বংসে মেতে উঠেছো
তুমি বুনো ফুলের ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে
সেখানে বসিয়েছো ইঁটভাটা
তুমি নিসর্গের সঙ্গীত
ঢেকে দিয়েছো হাজার রকম চাকার শব্দে
ওগো স্বায়ম্ভূব মনুর সন্তান
একটু থামো
একবার তাকাও নিজের দিকে
তোমার হাতে উদ্যত ছুরি
সেই বিদ্যুৎবর্ণ মোহময় ছুরি তুমি বসিয়ে দিতে চলেছো
তোমার আপন প্রপৌত্রের বুকে!

ডানা-বদল

সকাল বেলায় সেই দূত এলো আমার কাছে
বললো, সময় হয়েছে, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে
নিয়ে যাবো, একটু ঘুর পথে যেতে হবে
আমি তাকে বললুম, বৎস, একটু বসো
এখনো দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয়নি
বাইরে কী বিষম বৃষ্টি, ঝড় উড়িয়ে নিচ্ছে দিগন্ত
এরকম সময়ে বিমানও ওড়ে না
তোমার ডানা গুটিয়ে বসো এ চেয়ারে!
এসো বরং কিছুক্ষণ তিন তাস খেলা যাক
সঙ্গে কিছু খুচরো এবং ক্যাশ আছে তো?
মানুষ এসব সঙ্গে নিয়ে যায় না জানি, তবু
খেলতে ক্ষতি কী?
কিংবা চলো একটু পায়ে হেঁটেই ঘোরা যাক শহরে
তুমি ও আমি দৌড়োলে
কে জয়ী হয় তা দেখতে হবে
তুমি ওপারের দূত বলেই যে বেশি সুবিধে পাবে
তা ভেবো না!
চলন্ত বাসের পাদানিতে তোমার ও আমার মধ্যে
কে আগে পা রাখতে পারে
সে খেলাটি কি তোমার পছন্দ?
তুমি আমার কাঁধে চড়লে আমি তোমাকে নিয়ে
ডিগবাজি খাবো
অথবা যদি পুকুরে সাঁতারের খেলা খেলতে চাও
তুমি ডুবে গেলে আমি টেনে তুলবো
আমি সাপের ছোবল খেতে খেতে ছুঁড়ে দেবো
তোমার গায়ে
ওগো দেবদূত, তোমার মৃত্যুভয় নেই, তাই মুখ
এমন নিষ্প্রাণ বরফের মতন সাদা
রাস্তায় হঠাৎ হল্লা ও সোরগোল উঠলে
দৌড়োবার কী মধুর রোমাঞ্চ, একবার দেখে যাও অন্তত
আমাদের দুজনের খুনসুটি
সন্ধ্যে বেলায় ফর্সা আলো এনে দেবে!
আমরা দুজনে একসঙ্গে যাবো একটি নারীর কাছে
ওহে তুমি বেশি সুযোগ নিও না।

অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিও না, খুঁজে রাখো গজমতির মালা
ছদ্মবেশ ধরো, ঠিক আমার মতন, যেন আমার যমজ
তারপর দ্যাখো সে কার দিকে চেয়ে হাসে,
কাকে দেয় আঙ্গুলের স্পর্শ
তার বেশি কিছু চেও না, তুমি বন্দি হয়ে যাবে
আমি পথ খুঁজে পাবো না একা
দ্যাখো এই সেই নারী, এই মায়া, এই ভালোবাসার মোমপুত্তলী
শুনতে পাচ্ছ ঝর্ণার শব্দ?
তোমার কপালে কেন ঘাম, কান কেন রক্তিম?
দেবদূত, দেবদূত, সময় হয়ে গেছে
থেমে গেছে বৃষ্টি, আকাশে এখন হীরক দ্যুতি
তুমি কি মেতেছো খেলার নেশায়
আঙুলের স্পর্শের বেশি আর চাও আগুনের শিখা
সে আগুনে পুড়ে যাবে তোমার ডানা
চতুর্দিকে ফুটে উঠবে কুর্চি ফুল
দেবদূত, তোমার চোখে জল কেন
আমি তো তৈরি হয়েছি
এই দ্যাখো খুলে ফেলেছি সব মোহ
এই দ্যাখো বিদায় দিয়েছি সব বাসনা
আর দেরি নয়, আর দেরি নয়
সব কিছু অসমাপ্ত না রেখে গেলে
কোনো সুখ নেই, চলে যাওয়ার উত্তেজনা নেই
তুমি এখানে নির্বাসনে থেকে যাও
থাকো, থাকো, ধুলো থেকে খুঁটে খেতে শেখো
জুতো মুখে করে নিয়ে যেতে কেমন অপমান লাগে
একবার দ্যাখো
প্রেমিকার ঠোঁটে মুখ দেবার মুহূর্তে কে
বজ্রমুষ্টিতে টেনে ধরবে তোমার চুল
একবার বুঝে নাও, চোখের জল চাটো
আমাকে খুলে দাও তোমার ডানা
আমি শূন্যে উড়ে যাই!

অপু

অতসী ফুল-রঙা ভোর, দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে
দেখার মতন ছোট্ট রেল স্টেশান
ট্রেন চলে গেল এই মাত্র, হাতে একটা ব্যাগ, প্ল্যাটফর্মে
আমি
আর কেউ নেই, পাশের আবছা লাল রাস্তাটাও নীরব
আমার কোথাও যাবার তাড়া নেই
ক্রমশ আমার বয়েস কমতে থাকে, রোগা-পাতলা
হয়ে আসে শরীর, ছবির মতন জামা-প্যান্ট
বদলে যায়, হু-হু করে ছোট হতে হতে
একলা আমি, মনে হয় আমিই অপু
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি কেন, চোখ ফেটে
জল আসছে
এখানে কেউ আমাকে দেখছে না
একদিকে মা, অন্যদিকে বস্তুজগত আমাকে টানছে।

সে আর ফিরলো না

কাঠের আগুন নিবু নিবু, গোল হয়ে ঘুমে হেলে পড়েছে সবাই
ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই
শীতের আকাশ থেকে খসে পড়ছে একটি তারা, ঘুরতে ঘুরতে
থেমে গেছে সব গান, একতারা-মৃদঙ্গের ওপর খেলা করছে বাতাস
এই নীরব শূন্যতার মধ্যে নদীর ধারে
জল ফেরাতে গিয়েছিল
এক কন্যা
সে আর ফিরলো না।

কে আর তাকে মনে রাখবে
দু' বছর পাঁচ বছর বড়জোর
আকাশে কোনোদিন মালিন্যের দাগ পড়ে না
আকাশের বয়েসও বাড়ে না
শুধু এক বাজে-পোড়া তালগাছ অন্তরীক্ষের সঙ্গে

কথা চালাচালি করে
একজনের বিছানায় অন্য কেউ এসে শোয়
বালিশে অশ্রুর দাগ
এবারের বর্ষায় নদীর জলে খেলা করে চাঁদ
নদীও তাকে মনে রাখেনি!

শুকনো ঘাসে চচ্চড় শব্দ হচ্ছে
এমনই ক্রোধের মতো রোদ
তারই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কুন্দকলি
আকাশ থেকে খসে-পড়া নক্ষত্রটির প্রতিবিম্ব...

সাদা দেওয়াল

সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কি নিজেকে প্রশ্ন
করে না
কোথায় সাদা দেয়াল? সব দেয়ালে রক্তের ছোপ!
খবরের কাগজের কালো অক্ষর থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাচ্ছে, এই তো প্রতিদিনের
ইতিহাস
দূরপাল্লার ট্রেন ছুটে যাচ্ছে, হঠাৎ কেউ উপড়ে নেবে
লাইন
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে হরিৎ প্রান্তরে
জীবন নিয়ে আপ্লুত চাষা ও তার মন্থর বলদ
বাজপোড়া গাছটিতে বসে আছে বহুবর্ণ মাছরাঙা
শান্তশিষ্ট জলাভূমিতে মেঘের ছায়া
সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে দোল খাচ্ছে সবুজ ঘাস ফড়িং
ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ঝালমুড়ি খাচ্ছে, কেউ ডুবে আছে
রহস্য কাহিনীতে,
কারুর কারুর চোখে আঁকা বালকের কৌতূহল
তবু এই সুন্দর ও চিরাচরিতের মধ্যেও রয়ে গেছে রক্ত-
লোলুপের দল
রথী মহারথী যাঁরা ঘুমোচ্ছেন এখন বাড়িতে, তাদের
রক্তগরম করা কথায়
যখন তখন প্রাণ দিতে পারে দু-দশটি মানুষ

সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব যারা বলে, তারাও
মানুষ মারে
মানুষ মানুষকে মারে, আর কেউ না। মানুষই
মানুষকে মারে
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব সাদা দেওয়াল
যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে অনেক কিছু ভোগ করে যায়,
তারা
জীবনে অন্তত একটা সুখের সন্ধান কক্ষনো পাবে না,
অপর অচেনা একজন মানুষকে সুখী করার নির্মল
আনন্দ!

মালা

আমার নিজস্ব শূন্যতা একটা মালা হয়ে দুলছে
একটি মালা,
একটি মালা, আমার স্বপ্নের সারাৎসার
রেখা, রং ও আয়তনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার শূন্যতা
তুমি নাও...

ছবি

শালিক পাখিটি বললো, ওঠো
দেয়ালের টিকটিকি বললো, ও অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে
জাগিও না
বালিশের নীচে বই, ঘড়ির মতন থেমে আছে
জানলায় বিন্দু বিন্দু জল
আড়মোড়া ভাঙে রাজপথ, কড়-কড়াৎ শব্দে যায়
তরকারির গাড়ি
একটি মেঘ নিচু হলো, অন্য মেঘ দেশান্তরে গেল
বিছানাকে সমুদ্রের মতো করে ভেসে থাকে

সহাস্য কৈশোর ছেড়ে সদ্য আসা দুঃখের যুবতী
ঠোঁটে তার কান্না লেগে আছে
হাতের আঙুলে হাওয়া বললো তাকে, জাগো
দেয়ালের আয়না বললো, থাক
রোদ্দুরের রং বললো, ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁট কাঁপছে,
ছাপার অক্ষর বললো, কাঁপুক, কাঁপুক
আমি আছি!

কে কাকে টানছে

সিমলে পাড়ার ছেলে নরেন যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে
হাটখোলার মোড়ে দুই নাটুকে মাতালের সঙ্গে তার দেখা
অমৃতলাল আর গিরিশ, রাত কাটিয়েছে বিনোদিনীর বাড়িতে
নিদ্রাহীনতায় ও নেশায় এখন চারটি চোখ লাল
বীয়ার পান করতে করতে গিরিশের ঠাণ্ডা লেগে গেছে, তাই
স্যাঙাৎকে দিয়ে ঝট করে আনিয়ে নিয়েছিল বী-হাইভ ব্র্যান্ডি
তখন হুইস্কি ছিল ঘোড়ার ওষুধ, বনেদী মদ্যপায়ীরা ছুঁতো না
রাজনারায়ণ দত্তর ছেলে, কেরেস্তান কবি মাইকেল মধুর দেখাদেখি
সিগারেট টানা ইদানীং ফেসিয়ান হয়েছে
অমৃতলালের মুখে সেই আগুন, গিরিশের ঠোঁটে পান
নরেনকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো দু'জন
গিরিশ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, আরে আরে অত হনহনিয়ে
কোথায় চললে ভায়া, ডুমুরের ফুলটি হয়েচো, দেখাই পাই না।
আজ পেয়েছি, আর ছাড়চিনিকো, চলো যাই, বিনির বাড়িতে ফিরি,
তোমার গান শুনবো, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলের গানও নাকি তুমি গাইচো
কেমন সে গান, রসে টইটম্বুর না ধর্মে মাখো-মাখো?

নরেন একটুক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর বললো, হাত ছাড়, গিরি, যাচ্ছি
দক্ষিণেশ্বর, এখন সময় নেই
গিরিশ ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, সেই পাগলা ঠাকুরটার কাছে?
সে তোকে কী দেয়?
চাকরি দেবে? সংসারের অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচোবে?
ওসব বুজরুকি ঢের দেকিচি ভায়া, ওসব ছাড়ো, সুসময় অযথা বয়ে যেতে

দিও না। নরেন রাগ করে বললো, তুই শালা স্টেজে মাগী নাচাস,
তুই এসবের কী বুঝবি?
গিরিশও প্রমত্ত কণ্ঠে বললো, কী, আমি বুঝি না?
চৈতন্যদেবের নামে পালা নামাচ্ছি, দেখবি কেমন ফাটাবো
ভক্তির বন্যা বইবে, অডিয়েন্স কান্নার সমুদ্রে ভাসবে!
চল, মহলা দেখবি, আজই তোকে আমরা চাই!
নরেন বললো, তুই চল দক্ষিণেশ্বর, তোকেও আমরা চাই!
গিরিশ নরেনকে টানছে বিনোদিনীর দিকে, মঞ্চের ফুটলাইটের দিকে
নরেন গিরিশকে টানছে গঙ্গার উত্তর কূলে, পঞ্চবটীর প্রাঙ্গণে,
দিনের আলোর উৎসবে
কেউ কারুর হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না,
তবু বিপরীত দিকে সমান টান
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নগর কলকাতা একাগ্র হয়ে দেখছে এই দৃশ্য
একদিকে মোহময় প্রমোদ, অন্যদিকে রসে-বশে মুক্তি
একদিকে শিল্প ও আত্মক্ষয়, অন্যদিকে ত্যাগ ও পরার্থপ্রিয়তা
খুবই মৃদু ও অসম্ভব জোরালো এই পারস্পরিক আকর্ষণ
কেউ জিতবে না, কেউ হারবে না
এক সময় হ্যাঁচকা টানে এ ওকে বুকে জড়িয়ে নেবে...

অধরা

দু'আঙুলে নুন তোলার মতো একটুখানি
তাতেই যেন ঝিলিক দিল আঁধার ঘরে মানিক।

*

রাস্তা ভরা গুল্ম কাঁটা, কমলবনে সাপ
তারই মধ্যে দেখি তোমার পায়ের জলছাপ।

*

নদীর ধারে শুয়ে থাকার রাত্রি শেষ, ভোরে
নীলরুমাল, শিশিরপাত, ঘাসফড়িং ওড়ে।

*

ধুলোর থেকে কুড়িয়ে নিলে হলদে পাখির পালক
ধুলোর মধ্যে হাসির ছটা, জলের মধ্যে আলো।

*

এক পলকে ভাঙলো কিছু, কেউ বলেনি কথা
শব্দ ঘুম, শব্দ জানে অন্য নীরবতা।

থেমে থাকা যাত্রী

শালুক-বিল ইস্টিশানে থেমে রইলো রাতের রেলগাড়ি
আমরা যারা হিল্লি-দিল্লি দিচ্ছিলাম পাড়ি
একটি নয়, দুটিও নয়, সাত ঘণ্টা দেরির
অস্থিরতায় জ্বলে উঠলো শরীর
ছেঁড়া কাঁথার মতন কিছু অন্ধকার, ভূতের মতন কয়েকখানা তাল
গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই, দিকশূন্য দূরের চক্রবাল
মেঘ খেয়েছে চাঁদ, আকাশ জুড়ে শুধুই ছাই
সব কিছুই অনড়, তবু বাতাসে যাই যাই।

কামরা থেকে নেমে একটু জুড়োই মনস্তাপ
গর্ত ভরা বর্ষা, পাশে ফুঁসে উঠলো সাপ
যাঃ যাঃ বলে সরে গেলাম, ঝোপের ধারে খানা-
খন্দ এবং গত রাতের মৃতপশুর গন্ধ, আর হয়তো রাতকানা
পাগল একটা রয়েছে উবু হয়ে
নষ্ট-ঘুমে এই সমস্ত সয়ে
হঠাৎ ভাবি, যদি আমি হতাম কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী
ভিয়েতনাম বা বোলিভিয়ার, নয় সামান্য কবি
হাতে একটা মেশিন গান, মাথার মধ্যে পবিত্র এক ক্রোধ
ট্রেন ডাকাতি-ফাকাতি নয়, বরং যারা এমন গতিরোধ
করেও যে-যার ঘরে ঘুমোয়, তাদের গৃহস্থালি
লণ্ডভণ্ড করে দিতাম গুলির ঝাঁকে, শুধুই জোড়াতালি
দিয়ে যারা দেশ চালাচ্ছে তাদের মুখে দিতাম দুই লাথি
এবং আমার সঙ্গী হতে সুনিশ্চিত পেতাম অনেক টনকো-যুবা সাথী।

রাত্রি জাগা বিরক্তিতেই মাথায় ঘোর চিন্তা এই সমস্ত
আসল যারা বিপ্লবী, সব ঘর গুছোতে ব্যস্ত

যে-যার পাতে ঝোল টানছে, শুরুৎ শুরুৎ শব্দে কান ফাটে
যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাদের কেউ নেই কোনো তল্লাটে
আমি নিছক শব্দ ছানি, কলম দিয়ে ছেটাই শুধু কালি
নিজের মুখেও লেগেছে তা, তবুও দিই নিজেকে হাততালি
যাকগে ওসব, যা চলছে তাই চলুক আমার কিসের মাথাব্যথা
মাথাটাকে ফাঁকা করাই এখন আসল কথা
বরং অন্ধকারের ঐ বিড়ি ধরানো পাগলটার পাশে
খানিক গিয়ে বসাই ভালো, পাগলরাই আসল সৎ, অবিচলিত
সকল সর্বনাশে!

সুন্দরের মন খারাপ

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
অন্ধকারে ফুলকি ওড়ে, বারুদ মাখা ঝড়
চতুর্দিকে এত পাখির ভাঙা কণ্ঠস্বর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
নদীকে খায় শুকনো পথ, প্লাবনে ভাসে ঘর
মলিন রঙ, লীন রেখা, ক্লিষ্ট অক্ষর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর...

সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান

বিকেলের সাদা মেঘে নির্জন বিমান
ভেসে যায়
রায়চৌধুরীদের ভাঙ্গাচোরা পুকুরঘাটের শেষ ধাপে
ছোট বউ পা ধুচ্ছে, দুঃখী কুমারীর মতো পা
বিমানের ছায়া তাকে খায়।

সাদা মেঘ, নির্জন বিমান, সাদা হাওয়া
কেউ কেউ দ্যাখে
অনেকেই দেখতে পায় না, যে রকম নলহাটির বামন বৈরাগী
লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, একা একতারায়
বেজে ওঠে স্বরের পঞ্চম
হঠাৎ বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে বাপ-পিতামহ
শিংশপা গাছে দুলছে যম।

এখানেই ছিল বাচ্চা বয়সের গুপ্ত খেলাঘর
চিহ্ন পড়ে আছে
মালবিকা শুয়ে ছিল, প্রথম মেয়েলি ঘ্রাণ তুলে দিল হাতে
চূর্ণ চূর্ণ ভালোবাসা আগাছা-ফুলের থেকে রেণু
আগুনের সঙ্গে চেনা হলো
জলের ভেতরে যুদ্ধ, আগুনে ও জলে
এখানেই বার বার হেরে যাওয়া, বার বার জয় অভিযান
এখন অস্পষ্ট কিছু ছায়া
সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান।

আবছায়াময় কেল্লার মাঠে

না-লেখা কবিতাটির একটি শব্দ হারিয়ে গেল আজ বিকেলবেলা
যেমন ভাবে মহাকাশে নিরুদ্দেশে যায় অন্তরীক্ষের নাবিক
কিংবা একটা ঘাসফুলকে না ছুঁয়েই উড়ে যায় প্রজাপতি
কিংবা একটা ঢেউ তীরের কাছে পৌঁছোবার আগেই ভেঙে যায়
সেই মুহূর্তে সেই শব্দটিই আমার জীবনসর্বস্ব, তাকে না পেলে
আমি কোথায় যাবো?
রাস্তায় এত মানুষের ভিড়, কেউ বুঝবে না আমার কী খোয়া গেছে
একটি শব্দ, একটি মাত্র শব্দ, চার অক্ষরের
হে বৃষ্টি-ভেজা মাদক বিকেল, তুমি কেন তাকে হরণ করলে?

তখন আমি সেই বিকেলের নামে মামলা দায়ের করি
দেবী সরস্বতীর আদালতে
হংসেশ্বরী হয়ে তিনি বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন

রাজভবনের পেছনের পটভূমিকায়
অনবরত ট্রামের কর্কশ আওয়াজ ও বাসের বিশ্রী ধোঁয়া তিনি মুছে দিলেন
হাতের এক ইঙ্গিতে
পূরবী রাগিণীর সুরে তিনি হাসলেন
নিজেকে সুন্দর রাখার চেষ্টায় তিনি এতই ব্যস্ত যে শুনলেন না
কোনো আর্জি
বিকেলটিকে বেমালুম খালাস করে দিয়ে তিনি বললেন, সমুদ্রে যাও
আমাকে বললেন, তুমিই তো আসল আসামী, নাও দণ্ডাজ্ঞা
চার অক্ষরের বদলে তোমাকে সেই তিন অক্ষরের
শব্দটি বসাতে হবে, মনে আছে?

হঠাৎ বজ্রের গম্ভীর গর্জন, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আর
আসন্ন অন্ধকার শূন্য করে দেয় জন পদবী
আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কৈশোরের ছবি ভেঙে যায়
সেই তিন অক্ষর? কোন্ তিন? মধ্যে যুক্ত বর্ণ আছে কি?
ছন্দ ভেঙেও বসানো যায়?

না-লেখা কবিতাটি একটি জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
আবছায়াময় কেল্লার মাঠে...

সীমান্ত কাহিনী

এই পাহাড়ের আড়ালেই একটা অন্যদেশ
সে কথা কি ঐ পাহাড় জানে?
জঙ্গল ছিঁড়ে খুঁড়ে নেমে এসেছে এক পাগলা ঝোরা
সমতলে গিয়ে সে নদী হবে
তারও ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে
দু'দেশের সীমানা
পাগলা নদীটি তা কিছুই জানে না
গাছগুলি পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে উঠে যায় আকাশের দিকে
তারা মাধ্যাকর্ষণ মানে না
তারা সীমান্তরক্ষীদেরও চেনে না
একটা অন্ধকার খেলা করে আলোর মধ্যে

আর অন্ধকারকে ধরে রাখে এক বিন্দু আলো
একটা বাতাস পাখিদের নিয়ে যায়
একটা পাখি ঝড়কে সঙ্গে করে আনে...

নদীতে ভাসে তৃণখণ্ড, ডালপালা, কাঁটা ঝোপের ফুল
পাশ দিয়ে হেঁটে আসে মানুষ
রোগা মানুষ, ন্যুব্জ মানুষ, শিশু মানুষ, শিশুর জন্মদাত্রী মানুষ
হাঁটু ভাঙা মানুষ, চামড়ায় শ্যাওলা জমা মানুষ
নীরব, সন্ত্রস্ত, উদরে খিদের মশাল-জ্বলা মানুষ
তাদের মাথার ওপরে ইতিহাসের বাতাস
তাদের পায়ে পায়ে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবরদের
পথভ্রান্ত ভুলছন্দ
তারা পিছনে তাকায়, তারা সামনে দেখতে পায় না
তাদের অতীত ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে
তাদের ভবিষ্যৎ নেই
বৃক্ষগুলি স্থির, বাতাস এখন বন্ধ,
মাটিতে কোনো আভা নেই, আকাশে নেই দ্যুতি
এরই মধ্যে দিয়ে আসছে কালো কালো রেখা ও বিন্দুর মতন মানুষ
মানুষের কাছে পরাজিত মানুষ
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ছন্নছাড়ার দল
এক সময় তারা অবসন্ন হয়ে থামে
ত্যাড়াবেঁকা পুতুলের মতন ঘুমিয়ে পড়ে...

যেখানে শূন্যতা ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে বসতি
সেখানে রাত্রিগুলি দিন হয়, দিন থেকে রাত
সেখানে জন্ম-মৃত্যু ছেলেমানুষের মতো
হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়
সেখানে হাসির মধ্যে খেলে যায় কান্নার বাতাস
কান্নার মধ্যে মিশে যায় হাসির জলপ্রপাত
সেখানে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় পরমান্ন
সেখানে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু মহানন্দে পান করে
স্তন্যের বদলে ধুলো মাখানো স্নেহ
তারই মধ্যে এক একদিন বন কাঁপিয়ে আসে বনের রাজা
কুঠার হাতে আসে কাঠ ব্যবসায়ীরা
রাইফেল হাতে নিয়ে আসে মানুষ শিকারি দল
ট্রাক বোঝাই করে কেউ কেউ নিতে আসে যাবতীয় মূল্যবোধ

বিদ্যুৎ তরঙ্গে কথা চালাচালি হয় এদেশ থেকে ওদেশে
প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার কাহিনী ছাপা হয়
সচিত্র, নানা রকম ভাষার খবরের কাগজে
রাজনীতির রঙ্গকর্মীরা উচ্চাসনে উঠে গলা ফাটান
কেউ কেউ সন্ধের দিকে চুপি চুপি আসেন
গণতন্ত্রকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাগজের বেলুন বানাবার জন্য
আবার এইসব কাগজপত্র ছিঁড়ে খুঁড়ে কিছু কিছু নারী
চলে যায় মরুভূমির দেশে
একাধিক রাজধানীতে দাবি ও প্রতিবাদ লোফালুফি হয়
হঠাৎ ছুটে আসে ঘূর্ণিঝড় কিংবা বন্যার ঢল
শকুনের মতন মাথার ওপর ঘুরতে থাকে আকাল
কিংবা সবার অজান্তে এসে পড়ে বুনো হাতির পাল
তাদের সারল্যমাখা মুখে কোনো হিংসে নেই
তাদের বাৎসরিক পথ খুঁজে নেওয়া পায়ে কোনো ধ্বংস-সাধ নেই
তবু সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে তারা দূরান্তে মিশে যায়...

নদীর ধারে পড়ে আছে দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা
ভাঙা শানকি, তোবড়ানো টিনের গেলাস, খুঁটি বাঁধার দড়ি
আর কেউ নেই
শূন্যতাকে গ্রাস করেছে শূন্যতা, ঝিমঝিম করছে স্তব্ধতা
গাছ থেকে খসে পড়ে পাতা, শিকড়গুলি নামে আরও গভীরে
অরণ্য জেগে আছে অরণ্যের নিয়মে
পাগলা ঝোরার জলে শুধু প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে
একটা আলো, একটা অলৌকিক আগুনের ছায়া
মানুষের উদরের খিদের মশাল...

দরজার আড়ালে

দরজায় ঝনঝন শব্দ হলে ছুটে যাই
বাইরে কে?
অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, না কোনো ফেরিওয়ালা?
অস্পষ্ট আলোয় ঠিক চিনতে পারি না
একটুখানি হাসিমাখা মুখ

এ কি বহুকালের দূরত্ব না জামরুল গাছের ফুল
এখানে অন্ধকার থাকার কথা নয়, তবে কি চশমার ধুলো
আমি যাকে চিনতে পারছি না, সেও আমাকে চেনে না?
দরজার বাইরে তুমি কে?
ঝনঝন শব্দে আনন্দের ঘূর্ণি উঠেছিল আমার শরীরে
যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ছুটে গিয়ে দেখার কথা
একটু ফাঁক করা আড়াল, অথচ এত সুদূর
কোনো এক ঝড়—গোধূলিতে হাত ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কারুর সঙ্গে?
বাচ্চারা খেলছে নীচের উঠোনে, পাখির মতো তারা হাসছে
সিঁড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুছে যাচ্ছে পেছনের দেয়ালগুলো
শুধু একটা দরজা, এ পাশে আমি
ও পাশে তুমি কে?

রূপকল্প

দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার ধারে দু'হাত তুলে
ডাকছে একটা গাছ
একজন বন্দি মানুষ জল চাইছে?
ফিরে যাওয়া যায় না
মিলিয়ে নেওয়া যায় না রূপকল্পটা
কচুরিপানার ওপর মৃদু বাতাস
এক নৌটাঙ্কির নর্তকী ঊরু ধুচ্ছে ওখানে
তার খলখল হাসির শব্দ নিয়ে
উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক
কাঁটা বাবলা ঝাড়ের তলায় কার
একটা ছেঁড়া জামা
একটা অকেজো বাঁশি
ওখানে গুপ্ত ধনের মতন রয়েছে এক
ট্র্যাজিক কাহিনী
যদি ফিরে যাওয়া যেত
শুকনো ঘাসের ওপর নিশ্চিত দেখতে পেতাম
ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল
বাঁক ঘুরে গেল রাস্তা সাদা রোদ্দুরে...

তস্য গলি

মনে পড়ে সেই সব গলি-ঘুঁজি শুরু আছে, শেষ নেই
গুলি সুতোর মতন শুধু খুলে যায়, সেখানে পাঁচফোড়নের
গন্ধ, ঢাকা বারান্দা
থেকে কেউ ছুঁড়ে দেয় কাঁঠালের ভূঁতি, বাঁশের খাঁচায়
পোষা ময়না
কৃষ্ণ কথা কয় অতি কর্কশসুরে, একতলা থেকে
তিনতলায় কেউ কারুকে
তার চেয়েও উঁচু গলায় ডাকে, এক রক থেকে আরেক
রকে লাফিয়ে যায়
হুলো, জানলার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকা এক বন্দিনী
রাজকন্যার কাজল
টানা চোখ, সেই চোখে দূর প্রতিবিম্বিত অশ্রু।
কোনো কোনো বাড়ির দরোজা
মাসের পর মাস বন্ধ, একটা বড় তালার চারপাশে
মাকড়সার জাল, আবার
কোনো কোনো বাড়ির দরজা হাট করে খোলা
ভেতরে কোনো জন-মনুষ্যের শব্দ নেই,
শুধু ধুলোয় রয়েছে পায়ের ছাপ আর ভাঙা আয়নার কাচ
হঠাৎ দুপদাপ করে
দৌড়ে গেল একদল ছেলে। ঘুড়ি ধরার জন্য তাদের চোখ
আকাশের দিকে যদিও
এই গলি থেকে আকাশ দেখা যায় না, একটি মেয়ে
তারপরেই ধীর পায়ে
মিলিয়ে গেল অন্যদিকে। দেখলেই মনে হয় যেন সে
আজই ফ্রক ছেড়ে
শাড়ি পরেছে, সে কেন চকিতে একবার ক্রুদ্ধ ভাবে
তাকিয়ে নিল আমার দিকে, কী আমার
দোষ কে জানে! একটি বাড়ির চৌকাঠ গড়িয়ে আসে
জল, ভেতরে ঘেউ ঘেউ করছে
কুকুর, হঠাৎ এক বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন মা কালীর নামে।
তার ঠিক পরেই
দুদিকের দুই অলিন্দ থেকে দুই জমকালো শাড়ি
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পরনিন্দে, কলের
গানে ভেসে আসে কানা কেষ্টর কীর্তন, সেই সঙ্গে

কোন বাচ্চা পড়ুয়া পাল্লা দিয়ে
মুখস্থ করে পাণিপথের যুদ্ধ, নিচু পাঁচিলের ওপর
গোলা পায়রাদের প্রেম,
মাথার ওপর ঝন্ ঝন্ করে নিঃসঙ্গ চিলের ডাক...
গলি ক্রমে সরু হয়ে আসছে। ক্রমশই অন্ধকার, তবু
কেউ যেন হাতছানি দিয়ে
ডাকে, পেছনে ফিরে তাকাতে গা ছমছম করে...
তেপান্তরের মাঠ নয়, নাইরোবির
জঙ্গল নয়, উত্তর কলকাতার গলির গোলকধাঁধায়
আমি পথ হারিয়ে ফেলি,
আমি ফিরে যাই কৈশোর থেকে বাল্যে, আরো
পিছনে...

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্ষুনি
খসে পড়বে গাছের একটা পাতা, দাও, দাও
ভালোবাসা। দু'হাত বাড়িয়ে দাও
দেরি হয়ে যাচ্ছে
দেরি হয়ে যাচ্ছে
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্য কণা
দাও, দাও
ভুরুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা,
ভালোবাসা।
আর কিছু চাই না, আর কিছু না, দাও, দাও
একটা জলস্তম্ভ ভেঙে পড়বে এক মুহূর্তে
একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
সমস্ত শরীর ভরে
শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার-তরঙ্গে,

শুশ্রূষায়
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে শব্দের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাল্যস্মৃতির ঠোঁট

জানলার কাছে এসে ঝাপটা মারছিল একটা জারুল শাখা
তাকে বিদায় জানালাম
সে এক ভাঙা চাঁদের রাত
ঝড়-বাদল হচ্ছিল খুব, সে সব গত শতাব্দীতে খুব মানাতো
ওদের গর্জনে কান দিও না, এই বলে আমরা
টেবিলে তাস বাঁটতেই
শুরু হলো ভূমিকম্প
সেও তো কয়েকটা শতাব্দীর ওলোট-পালোটের গল্প
এমন কিছু না!

সেদিনের তাস খেলা ঠিক জমলো না,
আমরা সমুদ্রে গেলাম
কপাল ধুতে
সমুদ্র তখন সমুদ্রকে ছেড়ে উঠে আসছে
আকাশ তখন আকাশ থেকে উধাও হয়েছে
এসব কিছুই কিছু নয়, সভ্যতার মধ্যরাত্রে এমন অনেক কিছুই
ঘটে থাকে
আমি জ্যোৎস্নার সরলরেখার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতেই
জ্যোৎস্না দুলতে থাকে, ছিঁড়ে যায়, তার আড়ালের
এক মায়াময় দেশ
আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
আমি হেসে পিঠ ফিরিয়ে নিই
তখনই কী সুন্দর একটা সকাল ভাতের থালার মতন

ঝকঝক করে সাড়া দেয়
শুনতে পাই প্রভাত ফেরীর কাঁচা কাঁচা গান
আমার বাল্যস্মৃতির ঠোঁট নড়ে ওঠে...

জন্মদাগ

কিংশুক থেকে খসে পড়ছে রং, এবার সাদা ফুলের পালা
সোনামুখী রেল স্টেশনের একটু বাইরে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি
আজ ট্রেন আসবে না
সদ্যস্নাত শালগাছগুলির শিখরে কিসের এত কোলাহল
কাকের বাসায় ডেকে উঠেছে কোকিলের ছানা?
কেন এই কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ
ওপরের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না
অনেকদিন কোকিলের ডাক শুনিনি
অনেকদিন এমন ছাউনিবিহীন ঘুমন্ত স্টেশনে একা দাঁড়াইনি
জুতো খুলে পা রাখি মাটিতে, একটা শুকনো পাতা বললো,
এসো—
ইস্পাতের রেখার ওপর ওপর ঠিকরে পড়ছে রোদ, বাতাসে
বাল্যকালের গন্ধ
লাল ধুলোয় খেলা করছে মৌলিক বস্তুবিশ্ব
একটা অদৃশ্য সুতোয় দোল খাচ্ছে অনাদি কালের বিন্দু বিন্দু উপাদান
আর একটু ঝুঁকলে, আরও গভীরে গেলে,
হয়তো আমি দেখতে পেয়ে যাবো
আমার জন্মদাগ!

কাঁটা

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। টিটলাগড়ে আলপথে। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। তুমি 'উঃ' বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও, নড়ো না। তোমার পায়ে আমি হাত দেবো, এ জন্য তোমার লজ্জা! তোমার পা তো ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কি! তোমার পা কোদালের মতন বড় বিশ্রী নয়।

নরম এবং যতটা ছোট হলে মানায়। জাপানি মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছোট নয়, অবশ্য কোন জাপানি মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকটুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে।

কোথায় ব্যথা?

যেখানে কাঁটা ফুটেছে।

কোথায় কাঁটা?

আমি জানি না।

ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত।

আমি তোমার পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম।

উঃ, দেখ, কোথায় কাঁটা!

এই তো দেখছি।

আমি সত্যই দেখছিলাম, দু'হাতের মুঠোয় তোমার নরম যতটা ছোট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিটলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায় আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে হবে ব্যথা। বিষ। এই তো এখানে, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছোট কাঁটা, হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোলার জন্য আমি তোমার পদ-চুম্বন করলাম। তুমি 'এই অসভ্য' বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবী মূর্তির মতন ভঙ্গি।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছোট কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে

রবীন্দ্রনাথ সঠিক বলে গিয়েছিলেন রামের জন্মস্থান কোথায়
যারা তা মানতে চায় না
তাদের কবিতা ও গানে, শিল্পে ও মনোসুষমায় কোনো অধিকার নেই
যারা পুতুল-দেবতা মানে না, তারা ভুলে যায়
মসজিদ-গীর্জা-গুরুদোয়ারগুলিও আসলে পুতুল

তারা আত্ম-ছলনাময় পুতুল-খেলা খেলতে চায় তো খেলুক
তারা বিশ্ব নিখিলের মধুরে-মধুর চিনবে না কোনোদিন!
এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ থেকে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝলো না যে 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড়বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা সেই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন-বিলাসী, অনুভব করতে পারে না ঐকতান
কিছু কিছু মানুষ আমাদের সাবালক করার জন্য মাথা খুঁড়ে গেলেন
তাদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়, আসলে গ্রাহ্য করে না কেউ
আয় কানাই, আয় কামাল, তোরা আয়
পৃথিবী ভর্তি বুড়ো-খোকাদের পাগলামি দেখে
আমরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করি!